হযরত শাহ্ নে'য়মতুল্লাহ (রাহ্ঃ) এর

ভবিষ্যদ্বাণী

হযরত শাহ্ নে'য়মতুল্লাহ (রাহ্ঃ)

এর

ভবিষ্যদ্বাণী

॥ অনুবাদ ॥

মাওলানা গরীবুল্লাহ সাহেব

আশরাফিয়া লাইব্রেরী

৪ নং হাকিম হাবিবুর রহমান রোড,

ঢাকা-১২১১

প্রকাশক ঃ
মোঃ আবদুল আজীজ
প্রোঃ আশরাফিয়া লাইব্রেরী
৪, হাকিম হাবিবুর রহমান রোড,
ঢাকা-১২১১
ফোন : ২৩৪৭৮৯

চতুর্থ প্রকাশ : ১০ই মে, ১৯৮৯ ইং

মূল্য : ১০.০০

মুদ্রণে ঃ
মোহাম্মদ ইয়াহিয়া
আশরাফিয়া প্রেস
৪নং এ, সি, রায় রোড,
ঢাকা-১১০০

তাঁহার এন্তেকালের সংবাদ পাইয়া রাজু খার স্ত্রী সেই এতীম বালক তথা শাহ নে'য়মতুল্লাহর লালন-পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার ভার নিজেই গ্রহণ করেন এবং নিজের ছেলেদের সঙ্গে পড়া-শুনার সুব্যবস্থা করেন। ফলে তের বৎসর বয়সেই হযরত শাহ সাহেব (রাহঃ) হাদীস, তফসীর, ফেকাহ প্রভৃতি শাস্ত্রে এবং তীরআন্দাজী তলোয়ারবাজী ও যাবতীয় যুদ্ধবিদ্যায় দক্ষতা লাভ করেন।

মনোভাব পরিবর্তন

দোস্ত মোহাম্মদ খাঁ নামক রাজু খাঁর জনৈক পদস্থ অফিসার ছিলেন। জমিদারগণের নিকট হইতে কর উশুল করা এই অফিসারের দায়িত্ব ছিল। একদা হযরত শাহ সাহেব (রাহঃ) উক্ত অফি-সারের নিকট উপবিষ্ট ছিলেন এমন সময় জনৈক জমিদার তথায় আগমন করেন। দোস্ত মোহাম্মদ খাঁ উক্ত জমিদারকে কর আদায় করিয়া দিতে তাগিদ দিলেন পর জমিদার বলিল—আমার সঙ্গে একজন লোক পাঠাইয়া দিন, আমি তাহার মারফতে টাকা পাঠাইয়া দিব। দোস্ত মোহাম্মদ খাঁ স্বীয় অধীনস্থ কর্মচারীদিগকে বলিলেন; কিন্তু জমিদারের সঙ্গে গমন করিতে কেহই স্বীকৃতি দিলনা। ইহার একমাত্র কারণ—যাহা স্বয়ং দোস্ত মোহাম্মদ খাঁ সাহেবও অবগত ছিলেন—জমিদারগণ বিশেষতঃ নিজেদের এলাকার সরকারী কর্মচারীবৃন্দের সহিত অসদাচরণ করিত। এমনকি কোন কোন সময় মার-ধর করিতেও কুণ্ঠিত হইত না।

হযরত শাহ সাহেব (রাহঃ) কর্মচারীবৃন্দের অস্বীকৃতি জ্ঞাপনে মনে মনে ক্ষুব্ধ হইলেন এবং বলিলেন, এই জমিদারের সহিত আমি যাইব। দোস্ত মোহাম্মদ খাঁ তাহাকে বাধা দিলেন এবং ইঙ্গিতে জমিদারগণের অসদাচরণের কথাও বলিয়া দিলেন। শাহ সাহেব (রাহঃ) এই কথা শ্রবণ করিয়া আরও ক্রুদ্ধ হইলেন এবং বলিলেন—পল্লী অঞ্চল আমি দেখি নাই। কর উসুলের নামে পল্লী অঞ্চল দেখিব এবং ইহাও দেখিব যে, সরকারী কর্মচারীগণের প্রতি তাহারা কেন অসদাচরণ করে। যদি অন্যায় ভাবে আমার সাথেও সেই অসদ্ব্যবহার করে, তবে আমি তাহাকে সমুচিত শিক্ষা দিব। এই বলিয়া তিনি অশ্বারোহণে জমিদারের সঙ্গে চলিলেন।

কিছুক্ষণ পর জমিদারের বাড়ী পৌঁছিলেন পর বলিলেন—শীঘ্রই টাকা আদায় করুন আমি বিলম্ব করিতে পারিব না। জমিদার সাহেব কিন্তু হযরত শাহ সাহেব (রাহঃ)-এর যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদর্শন পূর্বক তাঁহার জন্য খাবারের আয়োজন করিতে লাগিল। ইহাতে শাহ সাহেব অনুমান করিলেন যে, এই জমিদার বেটা আমাকে খাবারের প্রলোভন দ্বারা জানিনা কি ষড়যন্ত্র করিতেছে; তাই তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া অত্যন্ত সাহসিকতার সহিত সজোরে জমিদারের পৃষ্ঠে কয়েকটি বেত্রাঘাত করিলেন এবং বলিলেন—তোমার সেই ষড়যন্ত্র আমি টের পাইয়াছি। তোমার ঘরে আমি খাবার খাইব না। বেত্রাঘাত সত্ত্বেও জমিদার সাহেব অতিশয় নম্রস্বরে বলিল—আগে খাবার গ্রহণ করুন পরে টাকা দিব। কারণ, আপনি এখন আমার মেহমান আমার ঘরে আপনার

পদার্পন—এই সৌভাগ্য আমার হয়ত আর হইবেই না। আপনি কি মনে করিয়া আমাকে বেত্রাঘাত করিলেন তাহা আমি জানিনা, তবে আপনি সুনিশ্চিত ভাবে জানিয়া রাখুন যে, খাবার গ্রহণ না করিয়া আমার ঘর হইতে আপনাকে আমি প্রত্যাবর্তন করিতে দিব না। অতএব মেহেরবানী করিয়া ক্রোধ সংবরণ করুন আর এই খাবার হাজির হইয়াছে—বিস্‌মিল্লাহ্, গ্রহণ করুন। এই বলিয়া জমিদার সাহেব তাহার হাত ধোওয়ালেন এবং হাসি মুখে পাখা করিতে লাগিলেন।

হযরত শাহ সাহেব (রাহঃ) নিজেই বলেন—"আমি খাওয়া আরম্ভ করিয়াছি বটে; আমার মনে জমিদারগণের সেই অসদাচরণের প্রবাদ মিথ্যা প্রতিপন্ন হইতেছিল। সঙ্গে সঙ্গেই আমার মনোভাব পরিবর্তন হইতে লাগিল যে, যেই ব্যক্তিকে আমি বেত্রাঘাত করিয়াছি সে আমাকে ইহা সত্ত্বেও এই পরিমাণ সম্মান করিতেছেন। যদি বেত্রাঘাত না করিতাম এবং তাহার সহিত ভদ্র ব্যবহার করিতাম তাহা হইলে সে হয়ত আরও অধিক সম্মান প্রদর্শন করিত। তিনি আরও বলেন— "পরবর্তী কালে এই মনোভাব ভিন্ন দিকে মোড় নিল এবং আমি বুঝিতে পারিলাম যে, প্রভু রাব্বুল আলামীনের সহিত আমরা কতই যে নাফরমানী করিতেছি। তা সত্বেও তিনি আমাদিগকে কত আরামে রাখিয়াছেন— অসংখ্য নেয়ামতরাশির ভিতর দিয়া আমাদিগকে লালন-পালন করিতেছেন। যদি আমরা তাঁহার নাফরমানী না করি এবং তাঁহারই এবাদতে ব্যাপৃত থাকি, তাহা হইলে আমাদের মর্যাদা তাঁহার

নিকট সীমাহীন হইবে। অতএব এই ক্ষণস্থায়ী জগতের মোহে চিরস্থায়ী আখেরাতকে ভুলিয়া যাওয়া নির্বুদ্ধিতা এবং ধৃষ্টতা ছাড়া আর কিছুই নহে।"

খাবারান্তে জমিদার সাহেব খাজনার টাকা বুঝাইয়া দিলেন এবং হযরত শাহ সাহেবকে সসম্মানে বিদায় দিলেন। শাহ সাহেব (রাহঃ) টাকা লইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন বটে; তাঁহার মনে সংসারের মোহ আর ছিল না। আল্লাহ্র নাফরমানীর বিরুদ্ধে তাঁহার মনে এক বিরাট বিপ্লব দেখা দিল। ইহারই ফলস্বরূপ তিনি সংসার ত্যাগের সংকল্প নিলেন।

সংসার ত্যাগ

কিছু কাল এই ভাবে নানাবিধ চিন্তা-ভাবনা করার পর হযরত শাহ সাহেব (রাহঃ) একদা একটি স্বর্ণমুদ্রা ও পাঁচটি রৌপ্যমুদ্রা সঙ্গে নিয়া ঘরের বাহির হইলেন। আহারে অর্ধাহারে কাটাইয়া বহুদিন পর্যন্ত নিরুদ্দেশ্যে পথ চলিয়া অবশেষে একদিন তিনি হায়দরাবাদে গিয়া উপনীত হন। সেখানে তিনি শেখ মোহাম্মদ (রাহঃ) নামক জনৈক বুযর্গের খ্যাতি শুনিতে পাইলেন এবং তাঁহার হাতে বাইয়াত হন। হযরত শেখ মোহাম্মদ (রাহঃ) জিজ্ঞাসা করিলেন—দ্বীনি এলম শিক্ষা লাভ করিয়াছেন কি-না? এতদুত্তরে শাহ সাহেব বলিলেন—কিঞ্চিৎ পরিমাণ শিক্ষালাভ করিয়াছি। শেখ বলিলেন আল্লাহ্র বান্দা এমনও আছে, যে শিক্ষালাভ করে নাই অথচ খোদাকে পাইবার জন্য ব্যস্ত। হযরত

শাহ সাহেব (রাহঃ) স্বীয় পীর শেখ মোহাম্মদ (রাহঃ)-এর এই উক্তি শ্রবণ করিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, শেখ তাঁহাকে আরও উচ্চশিক্ষা অর্জনের কথা বলিতেছেন। তাই তিনি উচ্চশিক্ষা লাভের সংকল্প নিলেন।

আগেই বলা হইয়াছে যে, হযরত শাহ নে'য়মতুল্লাহ (রাহঃ) মাত্র তের বৎসর বয়সেই হাদীস, তফসীর, ফেকাহ এবং যাবতীয় যুদ্ধ বিদ্যায় দক্ষতা অর্জন করিয়াছিলেন। এবার তিনি স্বীয় পীরের অনুমতিক্রমে বিদ্যাসাগর হযরত হাকীম জিব্রাইল দৌলতাবাদীর খেদমতে হাযির হন। হাকীম সাহেব নবাগত শিষ্যের অনন্য সাধারণ যোগ্যতা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং অতি যত্ন সহকারে শাহ সাহেবের লেখাপড়ার প্রতি নেক দৃষ্টি রাখিতে লাগিলেন। ওস্তাদ যেমন ছিলেন অনন্য সাধারণ শাগরেদও ছিলেন তেমনি সুযোগ্য—তীব্র মেধাবী। ফল এই দাঁড়াইল যে, অতি অল্প সময়েই শাহ নে'য়মতুল্লাহ (রাহঃ) সমুদয় বিদ্যায় সুদক্ষ এবং পারদর্শী হইয়া উঠিলেন।

অতঃপর হাকীম জিব্রাইল (রাহঃ) স্বীয় কন্যার সহিত হযরত শাহ সাহেবের বিবাহ করাইয়া দেন। ইতিমধ্যেই দৌলতাবাদের সুবাদারের জনৈক মন্ত্রীর এন্তেকাল হইল পর হাকীম সাহেবের পরামর্শে হযরত শাহ সাহেবকেই সেই মন্ত্রীত্বের শূন্য আসন গ্রহণ করিতে বলা হইল। কিন্তু সাংসারিক কোন কাজেই তাঁহার মন লাগেনা; তাই তিনি দৌলতাবাদ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং স্বীয় পীরের খেদমতে গিয়া পৌঁছিলেন। আদ্যোপান্ত সমস্ত

কথা পীরের নিকট খুলিয়া বলিলেন পর পীর হযরত শেখ মোহাম্মদ বলিলেন 'ফিরোজপুরে থাকিবার জন্য প্রস্তুত হও।'

খেলাফত ও পীরের নসীহত

ফিরোজপুর পাঠাইবার সময় পীর তাঁহাকে খেলাফত দান করিলেন এবং বলিলেন—আল্লাহ্‌র বান্দাগণকে সর্বদা হেদায়েত করিবে এবং এই যে খোদা প্রদত্ত নেয়ামত পাইলেন (অর্থাৎ খেলাফত) ইহা লইয়া নিজেকে বড় মনে করিবেন না। কোন বুযর্গের দেখা পাইলে ফকীরীর ঝুলি তাঁহার সম্মুখে পেশ করিবে এবং যাহা পাইবে হাসিল করিবে। সর্বোপরি নিজের নফসকে সর্বদা পরাভূত রাখিবে।

হযরত শাহ নে'য়মতুল্লাহ (রাহঃ) পীরের এই কয়েকটি কথায় সম্পুর্ণ আমল করার দৃঢ় সংকল্প নিয়া পীরের নিকট হইতে বিদায় নিলেন এবং বহু কষ্ট স্বীকার করিয়া অনাহারে অর্ধাহারে ষোলটি বৎসর এই ফিরোজপুরেই কাটাইয়া দিলেন। এই সময়ে শাহ সাহেব (রাহঃ) এত স্বল্প পরিমাণ আহার করিতেন যে, শেষ পর্যন্ত নফস বলিতে তাঁহার কিছু ছিল কিনা বলা যায় না। সেই সময় হইতে তাঁহার অলৌকিক ঘটনাবলী জনসমক্ষে আসে। দুই চারিটি নয় বরং শত শত অলৌকিক ঘটনা তাঁহার দ্বারা ঘটিয়াছিল। কোন কোন আবেগময় মুহূর্তে তিনি এমনই কথা বলিতেন যাহা কোন অলীআল্লাহ্ কাশ্‌ফের মাধ্যম ব্যতীত

বলিতে পারে না। অবশ্য সেই সমুদয় কথা অক্ষরে অক্ষরে ঠিক হইত।

তিনি স্বীয় জীবনে পদ্যে এবং গদ্যে অনেকগুলি ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। গদ্যাংশের রচনা বর্তমানে কোথাও পাওয়া যায় বলিয়া জানা যায় নাই। এমনকি তাঁহার কবিতাগুলিও সম্পূর্ণ পাওয়া যায় না। আর যে কয়েকটি কবিতা পাওয়া যায় উহার সব কয়টিই বিভিন্ন সময়ে লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী সম্বলিত। তাঁহার রচিত গ্রন্থরাজির মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইল পবিত্র কোরআনের ফার্সী ভাষায় অনুবাদ। এই অনুবাদের বৈশিষ্ট্য এই যে, পবিত্র কোরআন শরীফে যতগুলি অক্ষর আছে তাঁহার অনুবাদও ফার্সী ভাষায় ঠিক ততগুলিই অক্ষর বিশিষ্ট—একটি অক্ষরেরও বেশ-কম নাই।

অত্র পুস্তিকায় চারিটি কবিতার তরজমা প্রকাশ করা হইল। শেষের দুইটি কবিতা আসলে একটি কবিতারই দুইটি অংশ বলিয়া মনে হয়। যথাস্থানে উহার বিবরণ দেওয়া হইবে।

যাহা হউক, হযরত শাহ নে'য়মতুল্লাহ (রাহঃ)-এর যে কয়টি কবিতা পাওয়া গিয়াছে, পাঠক সমীপে সেগুলি অনুবাদ সহ পেশ করিতেছি। আশা করি কবিতায় উল্লেখিত ভবিষ্যদ্বাণী সমূহের সহিত বর্তমান যুগের সম্পর্ক এবং সামঞ্জস্য পাঠকবর্গ স্বয়ং উপলব্ধি করিবেন।

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সংঘটিতব্য কতকগুলি ঘটনা এবং দুর্ঘটনা সম্বন্ধে পাঁচ শত আটষট্টি হিজরী সনে হযরত শাহ নে'য়মতুল্লাহ সাহেব কাশ্মীরী (রাহঃ) ফার্সী ভাষায় তিনটি কবিতার (কসীদার)

মাধ্যমে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন। তৈমুরলং-এর যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্তমান যুগ পর্যন্ত ইতিহাস দেখিলে মনে হয়—তিনি এই দেশ সম্বন্ধে যাহা কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন উহা অক্ষরে অক্ষরে সঠিক প্রমাণিত হইয়াছে।

———

প্রথম কবিতা

(আট শত তেইশ বৎসর পূর্বেকার অর্থাৎ পাঁচ শত সত্তর হিজরী সনের লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী)

راست گویم باد شاهی در جهاں پیدا شود
نام او تیمور شاه صاحبقراں پیدا شود

আমি ঠিকই বলিতেছি যে, পৃথিবীতে তৈমুর নামক একজন প্রতাপশালী বাদশাহ জন্মগ্রহণ করিবেন।

بعد از اں میراں شاه کشور ستاں گردد پدید
والی صاحبقراں اندر جهاں پیدا شود

তৈমুরের পর অন্য একজন দিগ্বিজয়ী বাদশাহ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন। অবশ্য এই দিগ্বিজয়ী বাদশার নাম উল্লেখ করা হয় নাই।

بعده گردد عمر بن شیخ مالک این زمین
درمیان عیش وعشرت بے گماں پیدا شود

এর পর ওমর ইবনে শায়খ নামক জনৈক ব্যক্তি এই রাজ্যের অধিপতি হইবেন। কিন্তু তাঁহার শাসনামলে বিলাসিতা বৃদ্ধি পাইবে।

شاه بابر بعد از آں در ملک کابل بادشاه
پس به دهلی و الی هند و ستاں پیدا شود

অতঃপর কাবুলের বাদশাহ বাবর ভারত আক্রমণ করিবেন এবং দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিবেন।

از سکندر چوں رسد نوبت به ابراهیم شاه
زیں یقیں داں فتنه در ملک آں پیدا شود

সিকান্দার লুধী হইতে ইব্রাহীম লুধীর রাজত্বকাল পর্যন্ত অতিমাত্রায় কলহ-দ্বন্দ্ব এবং বিবাদ-বিসম্বাদ চলিতে থাকিবে।

بعد نوبت بر همایوں می رسد از لا یزال
همدراں افغاں یکے از آسماں پیدا شود

এইভাবে হুমায়ুনের রাজত্বকাল পর্যন্ত এই কলহ ও বিবাদ চলিতে থাকিবে। এমতাবস্থায় আফগানিস্তান অধিবাসী জনৈক বীরের আবির্ভাব হইবে।

حادثه رو آورد سوئے همایوں بادشاه
آنکه نامش شیر شاه باشد هماں پیدا شود

উক্ত আফগান বীর ও হুমায়ুনের মধ্যে এক সংঘর্ষ বাধিবে এবং সেই আফগান বীরের নাম হইবে শের শাহ।

چوں رود در ملک ایراں پیش اولاد رسول
تا که قدر و منزلش از قدرداں پیدا شود

شاه شاهاں مہر با نیہا کند در حق او
تا ز قار مز تش چوں خسرواں پیدا شود

উক্ত সংঘর্ষের কারণে হুমায়ুন বাদশাহ সৈয়দ বংশীয় ইরানের বাদশাহের নিকট যখন সাহায্যের জন্য যাইবেন, তখন ইরানের বাদশাহ হুমায়ুনের প্রতি সদয় হইয়া সৈন্য সাহায্য করিবেন—যেন হুমায়ুনের ন্যায় একজন বাদশাহর সম্মান রক্ষা হয়।

تا زماں آنکه او لشکر بیارد سوئے هند
شیر شاه فانی شود پسرش براں پیدا شود

হুমায়ুন যখন পুনরায় প্রস্তুত হইয়া যুদ্ধের জন্য ভারতে আগমন করিবেন তখন শের শাহের মৃত্যু ঘটিবে।

پس هما یوں بادشاه در هند قابض می شود
بعد ازاں اکبر شه کشور ستاں پیدا شود

ফলে হুমায়ুন বিনা রক্তপাতেই ভারত অধিকার করিবেন। অতঃপর দিগ্বিজয়ী আকবর বাদশাহ তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন।

بعد ازاں شاه جہاں گیر است گیتی را پناه
آنکه آید در جہاں از آسماں پیدا شود

হুমায়ুনের পর তাঁহার পুত্র জাহাঙ্গীর এই রাজ্যের অধিপতি হইবেন।

چوں کند عزم سفر اں هم سوئے دار البقا
ثا نی صا حبقراں شاه جہاں پیدا شود

জাহাঙ্গীরের এন্তেকালের পর তাঁহার পুত্র শাহজাহান সিংহাসনে বসিবেন।

بیشتر از قرن کمتر چهل شاهی کند
تا که پسرش خود به پیش آں زماں پیدا شود

তিনি ত্রিশ বৎসরেরও বেশী এবং চল্লিশ বৎসরের কিছু কম রাজত্ব করিবেন। এর পর তাঁহার পুত্র (আলমগীর) তাঁহারই জীবদ্দশায় রাজ্যভার নিজ হাতে গ্রহণ করিবেন।

ایں چنیں در چهل سالی باد شاهی او کند
او فنا گردد زعالم پسر آں پیدا شود

আলমগীর চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত রাজত্ব করার পর মৃত্যুমুখে পতিত হইবেন এবং তাঁহার পুত্রগণ রাজ্যের অধিকারী হইবেন।

اندریں اثنا قضا از اسماں اید پدید
از که نام او معظم بے گماں پیدا شود

আলমগীরের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে মোয়াজ্জম (বাহাদুর শাহ জফর) সিংহাসন লাভ করিবেন।

فتنها در ملک ازں نیز بس گردد خراب
از مجا ئب ها بود اب و نان پیدا شود

তখন দেশে খুব বেশী পরিমাণে কলহ-বিবাদ সৃষ্টি হইবে। এমন কি কেবল রুটি পানি পাওয়া গেলেই উহাকে মঙ্গল মনে করা হইবে।

در فنخز خلق اید چوں چنیں گردد خراب
مشتری از آسماں آتش فشاں پیدا شود

খোদার সৃষ্ট জীব অত্যন্ত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিবে এবং খোদায়ী গযব নাযিল হইবে।

راستی کمتر شود کذب و دغل گردد فزون
دوست گردد دشمنی اندر میاں پیدا شود

সত্যতা কমিয়া যাইবে এবং মিথ্য, ঠকামী ও প্রতারণা বর্ধিত হইবে। মিত্র শত্রু হইবে এবং বন্ধুত্বের অন্তরালে শত্রুতা করিবে।

نادری آید زایراں می ستاند ملک هند
قتل دهلی پس بزور تیغ آں پیدا شود

নাদির শাহ তখন ইরান হইতে আগমন করিয়া ভারত অধিকার করিবেন এবং দিল্লীতে পাইকারীভাবে হত্যাকাণ্ড চালাইবেন।

بعد ازاں شاہ قوی زور است احمد بادشاد
او بہ ملک هند اید حکم اں پیدا شود

অতঃপর আহমদ শাহ আবদালী নামক জনৈক প্রতাপশালী বাদশাহ ভারত অধিকার করিবেন।

چوں کند سوئے بقا عزم سفر اں بادشاہ
رخنۂ درخاندانش زاں میاں پیدا شود

আহমদ শাহ আবদালীর মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি হইবে।

شاہ با بر بادشاہ باشد پس ازوی چند روز
درمیاں یک فقیر از سالکاں پیدا شود

বাবর বাদশাহর রাজত্বকালে একজন খোদাভক্ত ফকীরের আবির্ভাব হইবে।

نام او نا نک بود آرد جهاں با وی رجوع
گرم بازار فقیر بے کراں پیدا شود

সেই ফকীরের নাম হইবে 'গুরু নানক' এবং পীর মুরীদের বাজার সরগরম হইয়া উঠিবে।

در میان ملک پنجابش شود شهرت تمام
قوم سکها نش مرید و پیروان پیدا شود

পাঞ্জাব হইবে সেই ফকীরের খ্যাতির কেন্দ্রস্থল এবং শিখ জাতিই হইবে গুরু নানকের শিষ্য।

قوم سکهاں چیرہ دستی ها کنند بر مسلمین
تا چهل ایں جور و بد عت اندراں پیدا شود

শিখ জাতি মুসলমানগণের উপর চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত অমানুষিক অত্যাচার চালাইবে।

بعد ازاں گیرد نصارا ملک هند وستاں تمام
تا صدی حکمش میاں هند وستاں پیدا شود

অতঃপর ইংরেজ জাতি সমগ্র ভারত অধিকার করিয়া একশত বৎসর পর্যন্ত এই দেশে রাজত্ব করিবে।

قاتل کفار خوا هد شد شه شیر علی
حامی دین محمد با سپاں پیدا شود

এই সময়ে কাফের বিধ্বংসী ইসলাম ধর্মের রক্ষক 'আলী' নামক এক ব্যক্তির আবির্ভাব হইবে।

در میاں ایں و آں گردد بسی جنگ عظیم
قتل عالم بے شبه در جنگ شاں پیدا شود

দুইটি দলে ভীষণ যুদ্ধ হইবে এবং বিস্তর লোক মারা যাইবে।

غلبهٔ اسلام با شد تا چهل در ملک هند
بعد ازاں دجال هم از اصفهاں پیدا شود

ভারতে চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত ইসলামের আধিপত্য থাকার পর ইস্পাহান হইতে দাজ্জালের আবির্ভাব হইবে।

ازبرائے دفع آں دجّال می گویم شنو
عیسی اید مہدی اخر زماں پیدا شود

শুন, সেই দাজ্জালকে বধ করিবার জন্য হযরত ঈসা (আঃ) আসমান হইতে অবতরণ করিবেন। ঐ সময় হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এরও আবির্ভাব হইবে।

پا نصد و هفتاد هجری بود چوں این گفته شد
در هزار و سه صد و هشتاد آں پیدا شود

এই ভবিষ্যদ্বাণী পাঁচশত সত্তর হিজরী সনে করা হইতেছে এবং উক্ত বিপ্লব তেরশত আশি হিজরীতে আরম্ভ হইবে।

———

দ্বিতীয় কবিতা

(প্রথম কবিতা হইতে ইহা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং পাঁচশত আটষট্টি হিজরী সনের লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী)

পাঠক-পাঠিকার অবগতির জন্য এখানে একটি দরকারী কথা বলিব। উহা এই যে, হযরত শাহ নে'য়মতুল্লাহ (রাহঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী যাহা পাঁচশত আটষট্টি হিজরী সনে লিখিয়াছেন, উহার দুইটি কপি পাওয়া গিয়াছে। উভয়টিতেই মাঝে মাঝে কয়েকটি পংক্তির পার্থক্য রহিয়াছে। একই পংক্তি উভয় কপিতে বিদ্যমান আছে এমন পংক্তিও অনেক আছে। আমার মনে হয়; হযরত শাহ নে'য়মতুল্লাহ (রাহঃ) একই সনে একই কবিতার বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে লিখিয়াছেন এবং সংকলকগণ যে যেই অংশ প্রাপ্ত হইয়াছেন উহাকেই পূর্ণ কবিতা মনে করিয়াছেন—এইভাবে একটি কবিতারই দুইটি রূপ দৃষ্ট হইয়াছে। ইহার প্রমাণ এই যে, উভয় কপিতে কবিতার প্রথম এবং শেষ একই পংক্তিতেই বিদ্যমান। মধ্যবর্তী পংক্তিগুলি যেহেতু বিভিন্ন সময়ে লেখা হইয়াছে এবং সংকলকবৃন্দও একাধিক ছিলেন এবং যে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছেন উহাকেই সম্পূর্ণ মনে করিয়াছেন, তাই উহাতে ব্যতিক্রম হওয়াটা মোটেই বিচিত্র নহে। তাই এখানে দুইটি কপিতে প্রাপ্ত (আসলে একটি হইলেও) দুইটি কবিতা পৃথক পৃথক ভাবে বঙ্গানুবাদ সহ নকল করিব।

২—

দ্বিতীয় কবিতার প্রথম কপি

پارینه قصه شویم از تازه هند گویم
افتاد قرن دویم که افتد از زمانه

পুরাতন কাহিনী বাদ দিয়া কেবল (দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া) উপমহাদেশের দ্বিতীয় যুগের বিপদাপদের কথা বলিতেছি যাহা ভবিষ্যতে ঘটিতে থাকিবে।

در ملک هند و بنگال اولاد گورگانی
شاهی کنند اما شاهی چو ظالمانه

বঙ্গদেশ ও ভারতে গুরগানী (তৈমুরের বংশধরগণ) অত্যন্ত প্রতাপের সহিত রাজত্ব করিবেন।

تا مدت سه صد سال در ملک هند و بنگال
کشمیر و شهرکوپال گیرند تا کرانه

তাঁহারা বঙ্গদেশ, ভারত, কাশ্মীর, কুপাল, কেরানা প্রভৃতিতে তিনশত বৎসর পর্যন্ত রাজত্ব করিবেন।

تا هفت پشت ایشاں در ملک هند و ایران
آخر شوند یک آن در کهف غائبانه

তাঁহারা ক্রমাগত সপ্তপুরুষ পর্যন্ত ভারত ও ইরানে রাজত্ব করার পর আসহাবে কাহ্‌ফের ন্যায় নিরুদ্দেশ হইয়া যাইবে।

آن آخر زمانه آید ازیں زمانه
شه باز صدره بینی از دست رائیگانه

অতঃপর এমন দিন আসিবে যখন তোমরা দেখিতে পাইবে যে, মুসলমানের উন্নতি হ্রাস পাইতেছে।

رود اٹک سہ بار اں از خون اهل کفار
پر می شود بہ یک بار جریان جاریا نہ

যুদ্ধের দরুণ তিনবার আটক নদী কাফেরদের রক্তে রঞ্জিত হইবে এমনকি একবার রক্তস্রোতও প্রবাহিত হইবে।

آں راجگان رنگی مخمور و مست بنگی
در ملک شاں فرنگی آیند غائبا نہ

সেই যুগের বিলাসপ্রিয় শাসকগণ মদ্যপায়ী ও গাঁজাখোর হইবে। ইংরেজগণ এই সুযোগে তাহাদের নিকট হইতে রাজত্ব ছিনাইয়া লইবে।

بینی تو عیسوی ها بر تخت باد شا هی
گیرند مومناں را با حیلہ و بہا نہ

তখন তোমরা ইংরেজগণকে রাজত্বের সিংহাসনে দেখিবে এবং ইহাও দেখিবে যে, তাহাদের রাজনৈতিক চাল-চক্রে (বিশেষ ভাবে) মুসলমানগণ কোনঠাসা হইয়াছে।

صد سال حکم ایشاں در ملک هند می داں
آں دیدۂ عزیزاں ایں نکتہ و بہا نہ

ভারতবর্ষে তাহাদের রাজত্ব একশত বৎসর পর্যন্ত স্থায়ী হইবে। বন্ধুগণ। রাজনৈতিক সেই চাল-চক্রের কথা যেন স্মরণ থাকে।

اسلام و اهل اسلام گردد غریب وحیران
بلخ و بخارا توراں در هند سند میا نہ

বলখ, বোখারা, তুরস্ক, সিন্ধু ও ভারত প্রভৃতি দেশে ইসলাম ও মুসলমানগণ অত্যন্ত দুরবস্থায় পরিবে।

در مکتب و مدارس علم فرنگ خوانند
در علم فقه و تفسیر غافل شوند بیگانه

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহে ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তিত হইবে। ফেকাহ ও তফছীর প্রভৃতি ধর্মীয় শাস্ত্রের অনুশীলন হ্রাস পাইতে থাকিবে।

فسق و فجور هر سو رائج شود به هر کو
مادر به دختر خود سازد بسے بهانه

পাপাচার ব্যাভিচার চারিদিকে ব্যাপক আকার ধারণ করিবে এমন কি মাতাও মেয়ের সহিত নানাবিধ প্রতারণায় লিপ্ত হইবে।

ای مفتیان گمراه فتوی دهند بے جا
از حکم شرع سازند بیرون بسے بهانه

গোমরাহ (পথভ্রষ্ট) মুফতিগণ অন্যায় ফতোয়া প্রদান করিবে এবং উহা ভুল ও শরীয়ত বহির্ভূত হইবে।

فاسق کند بزرگی بر قوم از سترگی
بس خانهٔ بزرگی سازند بے نشانه

ভণ্ড এবং দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি সাধুবেশে জাতির নেতৃত্ব অধিকার করিবে। তাহাদের এই সাধুতা কেবল বাহিরেরই আবরণ হইবে।

در شهر کوه کشلاک نوشند خمر بے باک
هم بینگ چرس تریاق نوشند با غیانه

জনসাধারণ বে-পরোয়াভাবে মদ্যপান, গাঁজা (ও মাদকদ্রব্য) ইত্যাদি সেবন করিবে।

احکام دین و اسلام چون شمع گشته خاموش
عالم جهول گردد جاهل شود علامه

দ্বীন ইসলামের বিধান ভুলিয়া যাইবে, আলেম যালেম হইবে এবং জাহেল বড় আলেম হইবে।

آں عالماں عالم گردند همچو ظالم
نا شسته روئے خود را برسر نهند عمامه

বিশ্বের আলেমগণ যালেমে পরিণত হইবে। অযোগ্য হওয়া সত্বেও নিজেদের মাথায় পাগড়ী বাঁধিবে। (অর্থাৎ নিজের মতামতের প্রাধান্য দানের জন্য প্রত্যেক আলেমই সচেষ্ট হইবে।)

زینت دهند خودرا با طره و با جبه
گوساله هائے سامر باشد درون جامه

বেশভুষায় আত্মগৌরব প্রকাশ করিবে এবং অন্তরে কপটতা থাকিবে।

کفار مومناں را ترغیب دیں نمایند
از حج چوں مانع آیند از خواندن قرآنه

মুসলমান হজ্জ ও কোরআন তেলাওয়াতে যখন বাধাপ্রাপ্ত হইবে তখন কাফেরগণ তাহাদিগকে গোমরাহীর দিকে আহ্বান করিবে।

دو کس بنام احمد گمراه کنند بے حد
سازند از دل خود تفسیر فی القرآنه

আহমদ নামে দুই ব্যক্তি কোরআন শরীফের মনগড়া তফসীর করিয়া মুসলিম জনসাধারণকে পথভ্রষ্ট করিবে। (সম্ভবত: এই দুই ব্যক্তি পথভ্রষ্ট আহমদী সম্প্রদায়ের নেতা মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ও পাকিস্তানের আহমদ পারভেজ হইবে।)

طاعون و قحط یکجا گردد به هند پیدا
پس هندیاں بمیرند هر جا از ایں بهانه

ভারতবর্ষে মহামারী ও দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে এবং বহু লোক এই মহামারী ও দুর্ভিক্ষে মারা যাইবে।

یک زلزلہ کہ آید چوں زلزلہ قیامت
جاپان تباہ گردد یک نصف ثالثہ

জাপানে এমন একটি ভীষণ ভূমিকম্প হইবে যে, উহার এক তৃতীয়াংশের অর্ধেক অর্থাৎ ছয় ভাগের এক ভাগ (মানুষ অথবা স্থান) ধ্বংস-প্রাপ্ত হইবে।

بعد آں شود چو جنگی با روسیان و جاپان
جاپان فتح یابد بر ملک روسیانہ

এরপর জাপান এবং রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধিবে। এই যুদ্ধে জাপান জয়লাভ করিবে।

ہر دو چو شاہ شطرنج بر یک بساط بے سنج
مردے میان جویند از بہر صلح نامہ

উভয়পক্ষ জুয়া খেলার চালের ন্যায় সন্ধি করিবার জন্য কোন বিচারকের সন্ধান করিবে।

سرحد جدا نمایند از جنگ باز آیند
صلح کنند اما صلح منافقانہ

বিচারকের (তৃতীয় পক্ষের রায় মোতাবেক একটি চুক্তিনামা সম্পাদিত হইবে এবং উভয়েই এই চুক্তিনামানুসারে নিজ নিজ সীমান্ত পৃথক করিবে। এইভাবে সন্ধি যদিও হইয়া যাইবে তথাপিও উহা প্রতারণা-মূলক হইবে।

ہر کوہ قاف میداں روسی شود حکمران
خوارزم و خیوہ یک آں گیرند تا کرانہ

খওয়ারেজম, খীওয়া এবং হিমালয়ের পার্বত্য এলাকা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা রাশিয়া নিজের অধিকারে আনিবে।

بر بحر خضر و گیلان قابض شوند یک آن
هم چین و تخت ایران گیرند بسے زمانه

কাহারও মতে অত্র পংক্তির অর্থ এই যে, (কাস্পিয়ান সাগর, গীলান, চীন এবং ইরান পর্যন্ত সর্বত্র কমিউনিজমের প্রভাব ছড়াইয়া পড়িবে। (আল্লাহই ভাল জানেন)

از باد شاه اسلام عبد الحمید نامی
بعد از عزیز گردد سلطان خاص و عامه

আবদুল হামিদ নামে একজন বাদশাহ হইবেন, যিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় হইবেন।

براو نصاری اعدا هر سو غلو نمایند
پس ملک او بگیرند با حیله و بهانه

ইংরেজগণ শত্রুতাবশতঃ প্রতারণা দ্বারা আবদুল হামিদের রাজ্য কাড়িয়া লইবে।

بعد از حمید گردد سلطان شاه خامس
از تخت باد شاهی گردد چون ناگهانه

আবদুল হামিদের পর পঞ্চম সুলতান অকস্মাৎ সিংহাসনচ্যুত হইবেন।

از شرق و غرب یکسر حاکم شوند کافر
چون این شود برابر این حرف وایں بیانه
جنگ عظیم سازند در دشت مرد میرند
بر قوم ترکمانه آیند غا ئبانه

বিশ্বের পূর্ব হইতে পশ্চিম পর্যন্ত সর্বত্রই কাফেরদের শাসন চলিবে। তখন বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইবে এবং বহু লোক প্রাণ হারাইবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুর্কিদের পরাজয় হইবে। (সম্ভবত: ইহা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কথা হইবে।)

آخر حبیب الله صاحبقران من الله
گیرند ز نصرت الله شمشیر بے نیامہ

অবশেষে আল্লাহর কোন অলী আল্লাহর সাহায্যে তরবারী ধারণ করিবেন। (অথবা হাবিবুল্লাহ নামক কোন ব্যক্তি আল্লাহর সাহায্যে তরবারী ধারণ করিবেন।)

گردد ز او مسلمان غالب چوں فضل رحمان
یعنی کہ قوم افغان باشند شادمانہ

আল্লাহর রহমতে মুসলমান জয়ী হইবে — অর্থাৎ আফগান জাতি অত্যন্ত খোশহাল হইবে।

وقتیکہ جنگ جاپان با چین رفتہ باشد
نصرانیان بہ پیکار آیند باہمانہ

চীন ও জাপানের মধ্যে যখন লড়াই চলিবে, তখন ইংরেজ জাতিও পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হইবে।

قوم فرنسوی رابرہم نمود اول
با انگلش و اطالی گیرند جنگ نامہ

ইহারা প্রথমে ফ্রান্সের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হইবে। অত:পর ইটালী ও ইংলণ্ডের মধ্যে যুদ্ধ বাধিবে।

ایں غزوہ تابہ شش سال باشد ہمہ بد نیساں
از آب شور و نمکین تا دشت و حشیانہ

এই যুদ্ধ ছয় বৎসর পর্যন্ত চলিবে এবং ইহা জলে-স্থলে ছড়াইয়া পড়িবে। (সম্ভবত: ইহা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কথা হইবে।)

نصرانیاں که با شند هند و ستاں سپارند
تخم بدی بکارند از فسق جاودانه

ইংরেজগণ ভারতবর্ষকে ভারতীয় জনসাধারণের হাতে ছাড়িয়া দিবে বটে, কিন্তু যাওয়ার সময় স্থায়ী ষড়যন্ত্রের বীজ রাখিয়া যাইবে।

آں مرداں از طرف چوں مژده ها شنوند
یک بار جمع آیند بر باب عالیانه

ইংরেজগণের ভারত ছাড়িয়া যাওয়ার সুসংবাদ শ্রবণ করিয়া চতুর্দিক হইতে লোকেরা একজায়গায় সমবেত হইবে।

ناگاه مومناں را شورے پدید آید
با کافراں نمایند جنگی چو رستمانه

মুসলমানগণ হঠাৎ হট্টগোল শুনিতে পাইবে এবং কাফেরদের সাথে বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিবে।

درحین بیقراری هنگامه اضطراری
رحمی کند چو باری بر حال مومنانه

এই মুসীবতের সময় আল্লাহ্ পাক মুসলমানগণের উপর সদয় হইবেন।

پنجاب شهر لاهور هم ڈیره جات بنور
کشمیر ملک منصور گیرند غالبانه

পাঞ্জাব, লাহোর, পার্বত্যাঞ্চলের ডেরাসমূহ এবং কাশ্মীর প্রভৃতি এলাকা মুসলমানগণ নিজেরদের অধিকারে নিয়া আসিবে।

چترال ننگ پربت با سبین ملگ گلگت
پس ملک ھا ئے تبت گیرند غائبا نہ

চিত্রল, গিলগিট এবং তিব্বতেও মুসলমানদের আধিপত্য স্থাপিত হইবে।

حامد شود علمدار در ملک ھا ئے کفار
فی النار کشتہ کفار از لطف آں یگا نہ

আল্লাহ্র মেহেরবাণীতে হাঁমেদ নামক এক ব্যক্তির হাতে ইসলামী পতাকা হইবে এবং তিনি কাফেরগণকে পরাজিত করিবেন।

اعراب نیز آیند از کوہ دشت ما مون
سیلاب آتشیں از ھرطرف جا ریا نہ

আরবগণও এই যুদ্ধে পাহাড় পর্বত অতিক্রম করিয়া কামানের গোলার ন্যায় চারিদিক হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িবে।

آخر بموسم حج مھدی خروج سازد
ایں شھرۂ خروجش مشھور در جھا نہ

পরিশেষে এক হজ্জের মৌসুমে ইমাম মাহদী আত্মপ্রকাশ করিবেন। তাঁহার আবির্ভাবের সংবাদ পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িবে।

خاموش باش نعمت اسرار حق مکن فاش
از سال کنت کنزا باشد چنیں بیا نہ

হে নে'য়মতুল্লাহ। সাবধান!! আল্লাহ্র গোপন রহস্য আর প্রকাশ করিও না। এই কথাগুলি كنت كنزا—এর সনে (অর্থাৎ ৫৬৮ হিজরী সনে) বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয় কপি

এই দ্বিতীয় কপির সারার্থ আমাদের এই দেশের জনসাধারণের জন্য সহজবোধ্য হইবে এবং হয়ত ইহাতে পাঠকবর্গ খুবই চমৎকৃত হইবেন। প্রনিধান করুন :—

پارینه قصه شویم از تازه هند گویم
آفات قرن دویم افتاد از زما نه

পুরাতন কাহিনী বাদ দিয়া কেবল ভারতবর্ষে আসন্ন বিপদাপদের কথাগুলিই বলিতেছি যাহা দীর্ঘকাল ধরিয়া ক্রমান্বয়ে একটার পর একটা আসিতে থাকিবে।

صاحبقران با نی نیز آل گورگانی
شاهی کنند اما شاهی چون ظالما نه

দ্বিতীয় "সাহেব কেরান" এবং গুরগান বংশীয় বাদশাহগণ এই দেশে রাজত্ব করিবে বটে, তাহারা যালেমদের ন্যায় ব্যবহার করিবে।

عیش نشاط آکثر گیر جگه بخاطر
کم می کنند یکسر ان طرز ترکیا نه

তাঁহারা অত্যন্ত বিলাসপ্রিয় হইবে এবং তাঁহারা তুর্কী নিয়ম (অর্থাৎ ইসলামী নিয়ম) ছাড়িয়া দিবে।

رفته حکومت ازشان آید بغیر مهمان
اغیار سکه رانند از فرب حا کما نه

রাজত্ব তাঁহাদের নিকট হইতে চলিয়া যাইবে এবং ভিন্ন জাতি (ইংরেজ) বহু প্রতারণা দ্বারা এই দেশের রাজত্বভার নিজ হাতে নিবে।

بعد آں شود چو جنگے با روسیاں و جاپان
جاپان فتح یابد بر ملک روسیا نہ

এরপর জাপান এবং রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধিবে এবং এই যুদ্ধে জাপান জয়লাভ করিবে।

سرحد جدا نما یند از جنگ باز آیند
صلح کنند اما صلح منا فقا نہ

যুদ্ধশেষে উভয় পক্ষ (তৃতীয় পক্ষের সাহায্যে) যুদ্ধ বিরতি মানিয়া নিবে। এবং নিজ নিজ সীমান্ত পৃথক করিয়া নিবে। উভয়ের মধ্যে একটি চুক্তিনামা সম্পাদিত হইবে বটে, উহা প্রতারণামূলক হইবে। (এখানে উল্লেখ থাকে যে, কোরিয়ায় নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য জাপান রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া পোর্ট অব আর্থার এবং ভিলা ডি-ভাষ্টিকে অবস্থিত রাশিয়ার নৌ-বহর ঘেরাও করে এবং রাশিয়ানদিগকে সেখান থেকে অনেক দুর পর্যন্ত তাড়াইয়া দেয়। পরে ১৯০৫ সনে রাশিয়ার নৌবহরের অবশিষ্টাংশও অনুরূপভাবে দখল করে। ফলে ১৯০৮ সনে রাশিয়া বাধ্য হইয়া জাপানের সহিত মন্দির চুক্তিনামায় স্বাক্ষর করে এবং সীমান্ত পৃথক করিয়া লয়।

طاعون و قحط یکجا گردد بہ ہند پیدا
پس مومناں بمیرند ہر جا زیں بہا نہ

ভারতবর্ষে মহামারী ও খাদ্যাভাব দেখা দিবে এবং অনেক মানুষ খাদ্যাভাবে এবং মহামারীতে মারা যাইবে।

یک زلزلہ آید چوں زلزلہ قیامت
جاپان تباہ گرد یک نصف ثا لثا نہ

কেয়ামতসম একটি ভূমিকম্প হইবে এবং ইহাতে জাপানের এক তৃতীয়াংশের অর্ধেক তথা ষষ্ঠমাংশ ধ্বংস হইবে। (১৯৪৪ সনে জাপানের দুইটি প্রধান শহর টোকিও এবং ইয়োকুহামায় কেয়ামতসম ভূমিকম্প হইয়াছিল। সম্ভবতঃ অত্র পংক্তিতে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।)

تا چار سال جنگے افتد به برغربی
فاتح الف گردد برجیم فاسقانه

চারি বৎসর পর্যন্ত পাশ্চাত্য জগতে যুদ্ধ চলিবে। এই যুদ্ধে ইংরেজ জয়ী হইবে এবং জার্মানী পরাজিত হইবে। ইংরেজের জয়লাভ রাজনৈতিক চাল বা প্রতারণার মাধ্যমে হইবে।

جنگ عظیم باشد قتل عظیم سازد
یک صد وسی و یک لک با شمار جانه

ইহা বিশ্বযুদ্ধ হইবে এবং ইহাতে বিরাট হত্যাকাণ্ড হইবে। এই যুদ্ধে এক কোটি একত্রিশ লক্ষ লোক প্রাণ হারাইবে। (স্মরণ থাকে যে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ১৯১৪ সনের ১৪ই আগষ্ট তারিখে আরম্ভ হইয়াছিল এবং ১৯১৮ সনের ১১ই নভেম্বর দিনের ১১টা ১১ মিনিটের সময় শেষ হইয়াছিল। বৃটিশের প্রদত্ত রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, এই যুদ্ধে এক কোটি ত্রিশ লক্ষেরও অধিক—প্রায় একত্রিশ লক্ষ লোক প্রাণ হারাইয়াছে।)

اظهار صلح باشد چوں صلح پیش بندی
بل مستقل نباشد ایں صلح درمیانه

সন্ধি স্বরূপ চুক্তিনামায় একমত হইবে বটে, উভয়ের মধ্যে এই সন্ধি দীর্ঘস্থায়ী হইবে না।

ظاهر خموش لیکن پنهاں کنند ساما نه
جیم و الف مکرر رود مبارزانه

উভয় পক্ষ বাহ্যতঃ নীরব থাকিবে, কিন্তু গোপনে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিবে। ইংরেজ এবং জার্মানীর মধ্যে পুনরায় যুদ্ধ বাধিবে।

وقتیکه جنگ جاپاں با چین فتاده باشد
نصرا نیاں به پیکار آیند با همانه

চীন এবং জাপান যখন যুদ্ধে লিপ্ত থাকিবে তখন খৃষ্টানগণও পরস্পর যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে।

پس سال بست و یکم آغاز جنگ دویم
مهلک ترین اول باشد به جا رحانه

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার একুশ বৎসর পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইবে এবং এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রথম বিশ্বযুদ্ধ হইতে অনেক ভয়াবহ হইবে। (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ১৯৩৯ সনের ৩রা সেপ্টেম্বর আরম্ভ হইয়া ১৯৪৫ সালের ৯ই মে শেষ হইয়াছিল।)

امد اد هند یاں هم از هند داده باشد
لا علم ازیں که باشد آں جمله را ثیگا نه

ভারতীয়গণ এই যুদ্ধে ইংরেজদিগকে করিবে সাহায্য। কিন্তু তাহাদের এই সাহায্য পরবর্তীকালে যে বৃথা এবং অনর্থক হইবে, সেই কল্পনাও করে নাই।

آلات برق پیما اسلاح حشر برپا
سازند اهل حرفه مشهور آں زمانه

তখনকার যুগে বৈজ্ঞানিকগণ এমন এমন বৈদ্যুতিক যন্ত্র আবিষ্কার

করিবে যাহার সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যে গোটা বিশ্ব ধবংস করা যায়।

باشی اگر بمشرق شنوی کلام مغرب
آید سرود غیبی برطرز عرشیانه

তখন যদি তুমি প্রাচ্যে বাস কর তবে পাশ্চাত্যের কথাবার্তা শুনিতে পাইবে। গান-বাজনা দুর-দুরান্ত হইতে এমন ভাবে শুনিতে পাইবে, যেন আরশ হইতে অবতীর্ণ হইতেছে। (রেডিও, টেলিভিশন, টেলিফোন, প্রভৃতি ইহার জাজ্জল্যমান প্রমাণ।)

دو الف و روس هم چین ما نند شهد شیریں
هر الف وجیم اولی هم الف ثانیا نه

با برق تیغ رانند کوه غضب دوا نند
تا آنکه فتح یا بد از کینه و بها نه

আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, রাশিয়া এবং চীন একজোট হইবে আর ইটালী, জার্মানী এবং জাপানের উপর আক্রমণ চালাইবে। যতদিন তাহাদের উপর জয়লাভ করা না হইবে ততদিন পর্যন্ত তাহাদের উপর আক্রমণ অব্যাহত থাকিবে এবং শেষ পর্যন্ত হিংসা এবং প্রতারণার ভিতর দিয়া জয়লাভ করিবে।

ایں غزوه تا بشش سال ما ند بد هر پیدا
پس مرد ماں بمیر ند هرجا ازیں بهانه

এই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবিরাম ছয় বৎসর চলিবে এবং পথে-ঘাটে অসংখ্য মানুষ প্রাণ হারাইবে।

نصرانیاں کہ باشند ہند وستاں سپارند
تخم بدی بکارند از فسق جا ودانہ

ইংরেজগণ ভারতবর্ষের রাজত্ব ছাড়িয়া দিবে, কিন্তু তাহাদের সৃষ্টিগত ভণ্ডামীর বীজ এই দেশে রাখিয়া যাইবে।

تقسیم ہند گردد در دو حصص ہویدا
آشوب و رنج پیدا از مکر واز بہانہ

ভারতবর্ষ দুইভাগে বিভক্ত হইবে, কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে বিভিন্ন কারণে বিবাদ বিসম্বাদ ও দুঃখজনক ঘটনাবলী ঘটিতে থাকিবে।

بے تاج باد شاہاں شاہی کنند ناداں
اجرا کنند فرماں فی الجملہ مہملانہ

মুকুট বিহীন অযোগ্য বাদশাহগণ রাজত্ব করিবে। তাহারা অনেক আইন-কানুন জারি করিবে। কিন্তু সমস্তই অযোগ্য হইবে।

از رشوت و تسا ہل دا نستہ از تغا فل
تا ویل باب باشد احکام خسروانہ

ঘুষ এবং অলসতার কারণে ইচ্ছাকৃতভাবে সরকারী কাজকর্ম সময় মত হইবে না।

عا لم ز علم نالاں دانا ز فہم گریاں
ناداں برقص عریاں مصروف والہانہ

জ্ঞানীগণ নিজ নিজ জ্ঞানের উপর এবং বুদ্ধিজীবিগণ নিজ নিজ বুদ্ধির উপর অনুতাপ করিবেন (যে, হায়রে। কি করিলাম আর কি হইল)। কিন্তু অযোগ্যগণ উলঙ্গ নাচের নেশায় বিভোর হইবে।

از امت محمد سر زد شوند بے حد
افعال مجرما نہ اعمال عاصیانہ

রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উম্মতগণের মধ্যে সীমাহীনভাবে অন্যায় কার্যকলাপ এবং পাপাচার রোজ রোজ বৃদ্ধি পাইবে।

شفقت بہ سرد مہری تعظیم در دلیری
تبدیل گشتہ باشد از فتنۂ زمانہ

যুগের ঔদাসীন্যের কারণে আদর এবং স্নেহ-নিষ্ঠুরতায়, আর তাযীম ও সম্মান বেআদবীতে পরিবর্তন হইবে।

ہمشیرہ با برادر پسران ہم بہ مادر
پدران ہم بہ دختر مجرم بہ ما شقانہ

বোনেরা ভাইগণের সহিত, মা ছেলের সহিত এবং পিতা কন্যার সহিত যৌন অপরাধ করিবে।

حلت رود سرا سر حرمت رود سرا سر
عصمت رود برابر از جبر مغویانہ

হারাম-হালালের পার্থক্য মোটেই থাকিবে না এবং মহিলাদের অপহরণ করা হইবে, শালীনতা ও ইজ্জত লুন্ঠন করা হইবে।

بے مہرگی سر اید بے پردگی در اید
عفت فروش باطن معصوم ظاہرانہ

বেপর্দা এবং উলঙ্গপনা সাধারণ ব্যাপার হইবে, মহিলাগণ বাহ্যতঃ বেশ সতীত্ব প্রদর্শন করিবে কিন্তু গোপনে দেহ ব্যবসা করিবে।

دختر فروش باشند عصمت فروش باشند
مردان سفلہ طینت باوضع زاہدانہ

অত্যন্ত হীন লোক বাহ্যতঃ বুযর্গ হইবে কিন্তু গোপনে সামান্য পয়সার বিনিময়ে মেয়ে বিক্রির ন্যায় ঘৃণ্য পেশা করিবে।

شوق نماز و روزه حج وزکوة و فطره
کم گردد و برا ید یک بار خاطر انه

রোজা, নামায, হজ্জ, যাকাত, ফিৎরা প্রভৃতি হইতে উৎসাহ কমিয়া যাইবে এবং এইগুলি মুসলমানদের মধ্যে এক একটি বোঝা হইয়া থাকিবে।

خون جگر بنوشم با رنج باتو گویم
لله ترک گردان این طرز را هبا نه

কলিজার রক্ত খাইয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত তোমাকে নসীহত করিতেছি যে, আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে সেই ইংরেজী বেশ-ভূষা এবং চালচলন পরিত্যাগ কর।

قهر عظیم آید بهر سزا که شاید
اجرا خدا بسا زد یک حکم قاتلا نه

আল্লাহ্‌র ভয়াবহ কহর আসিবে যাহা এই জাতীয় অপরাধের শাস্তি হিসাবে খুবই ন্যায় হইবে। অর্থাৎ আল্লাহ্ পাক কতলের হুকুম দিবেন।

مسلم شوند کشتان افتان شوند وخیزان
از دست نیزه بندان یک قوم هندوا نه

সশস্ত্র হিন্দুদের হাতে মুসলমান মারা যাইবে, পালাইবে এবং অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

ارزان شود برابر جائداد وجان مسلم
خون می شود روا نه چون بحر بے کرا نه

মুসলমানদের স্থায়ী সম্পত্তি এবং প্রাণ দুইটিই মূল্যহীন—সস্তা হইবে এবং তাহাদের রক্ত সমুদ্রের ন্যায় বহিবে।

از قلب پنج آبی خارج شوند ناری
قبضه کنند مسلم بر ملک غا صبا نه

পাঞ্জাবের মধ্যস্থল হইতে দোযখী বাহির হইয়া যাইবে এবং তাহাদের বিষয় সম্পত্তি মুসলমানগণ অধিকার করিয়া লইবে।

بر عکس ایں بر اید د رشهر مسلما ناں
قبضه کنند هندو بر شهر جابرانه

ঠিক ইহার বিপরীত ঘটনা মুসলমানদের শহরে ঘটিবে। অর্থাৎ হিন্দুগণ মুসলমানদের শহর জবর দখল করিবে।

شهر عظیم با شد اعظم ترین مقتل
صد کر بلا چو کر بل باشد بخا نه خانه

মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা বড় শহর বধ্যভূমিতে পরিণত হইবে। প্রত্যেক ঘরেই কারবালা হইবে।

رهبر ز مسلما ناں در پرده یار اینان
امد اں داده باشد از مهد فا جرا نه

তখন মুসলমানদের নেতা এমন হইবেন, যিনি গোপনে মুসলমানদের শত্রুর বন্ধু হইবেন এবং প্রতারণামূলক চুক্তির মাধ্যমে মুসলিমদিগকে সাহায্য দান করা হইবে।

ایں قصه بین العید ین از ش وذون شرطین
سازد هنود بدرا معتوب فی ز ما نه

উক্ত ঘটনা দুই ঈদের (অর্থাৎ রোযার এবং কোরবানীর ঈদের) মধ্যবর্তী

সময়ে ঘটিবে ... . এবং বিশ্ববাসী হিন্দুদিগকে তিরষ্কার করিবে।

ماه محرم آید با تیغ و با مسلمان
سازند مسلم آن دم اقدام جار حانه

এরপর এক মহর্‌রম মাসে মুসলমানদের হাতে তলোয়ার (অস্ত্র) আসিবে। তখন মুসলমানগণ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইবে।

بعد آن شود چون شورشی در ملک هند پیدا
عثمان نماید آندم اک عزم غازیانه

সারা ভারতে তখন গণ্ডগোল সৃষ্টি হইবে এবং ওসমান নামক এক ব্যক্তি তখন জেহাদের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইবেন।

نیز آن حبیب الله صاحبقران من الله
گیرد زنصرة الله شمشیر از میانه

সঙ্গেই হাবীবুল্লাহ নামক জনৈক ব্যক্তি—যিনি আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে নেকবখ্‌ত হইবেন, আল্লাহ্‌র সাহায্যে তলোয়ার হাতে নিয়া অগ্রসর হইবেন। (হাবীবুল্লাহ যদি সেই ব্যক্তির নাম না হয়, তবে অর্থ হইবে এই যে, এক ব্যক্তি যিনি আল্লাহ্‌র বন্ধু হইবেন। আর আল্লাহ্‌র বন্ধু যদি উল্লেখিত ওসমানও হন, তবে বিচিত্র নহে। এখানে আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য এই যে, যে ব্যক্তি মায়ের পেটে গর্ভধারণ করার সময় বা ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় মোশ্‌তরী এবং যোহরা একত্রিত হয় এবং উভয় নক্ষত্র একই কক্ষ পথে থাকে, সেই ব্যক্তিকে পরিভাষায় 'সাহেবে কেরান' বলা হয় এবং সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বাদশাহ্‌ হয় এবং তাঁহার বাদশাহী দীর্ঘস্থায়ী হয়। কিন্তু সেই উভয় নক্ষত্র একত্রিত হইতে কোন কোন সময় শতাব্দীকালও বিলম্ব

হয়। তৈমুর সম্বন্ধে কথিত আছে যে, তিনি সাহেবে কেরান ছিলেন।

از غازیان سرحد لرزد زمیں چو مرقد
بہر حصول مقصد آیند والہا نہ

সীমান্তের মোজাহেদগণের দ্বারা ভূমি কম্পিত হইবে। তাহারা স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্য (হিন্দুস্তানে) ঢুকিয়া পড়িবে।

غلبہ کنند ہمچوں مور و ملخ شبا شب
حقا کہ قوم افغاں باشند فاتحانہ

পীপিলিকার ন্যায় তাহারা রাতারাতি (প্রথম পদক্ষেপেই) জয়লাভ করিবে এবং ইহা সুনিশ্চিত সত্য যে, আফগান জাতি জয়লাভ করিবেই।

یکجا شوند افغاں ہم دکنیاں و ایران
فتح کنند ایناں کل ہند غازیانہ

আফগানী, দক্ষিণী এবং ইরানী সম্মিলিতভাবে গোটা ভারত জয় করিবে।

کشتہ شوند جملہ بد خواہ دین و ایماں
خالق نماید اکرام از لطف خالقانہ

ইসলামের শত্রুরা সমস্তই মারা যাইবে এবং আল্লাহ্ পাক স্বীয় রহমত নাযিল করিবেন।

از گ شش حروفی بقال کینہ پرور
مسلم شود بخدا طراز لطف آں یگانہ

একজন ইসলাম বিদ্বেষী হিন্দু যাহার নামের আদি অক্ষর গাফ (গ) (ফার্সী ভাষায়) হইবে এবং তাহার নাম ছয় অক্ষর বিশিষ্ট হইবে, আল্লাহ্‌র মেহেরবানীতে সে আন্তরিক ভাবে ইসলাম গ্রহণ করিবে।

خوش می شود مسلماں از لطف و فضل یزداں
کل ہند پاک گردد از رسم ہند وانہ

আল্লাহ্‌র ফজলে মুসলিম জাতি আনন্দিত হইবে এবং গোটা ভারত হিন্দুদের রীতি-নীতি হইতে সম্পুর্ণ পবিত্র হইবে।

چوں ہند ہم بہ مغرب قسمت خراب گردد
تجدید یاب گردد جنگ سہ نو بتانہ

ভারতের স্থায় ইউরোপের ভাগ্য বিড়ম্বিত হইবে এবং তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধিবে।

کاهد الف جہاں کہ نقطۂ ز ونما ند
الا کہ نام ویادش با شد مورخانہ

এই যুদ্ধে ইংরেজগণ এমনভাবে ধ্বংস হইবে যে, ছুনিয়ার বুকে ইতি-হাসের পাতায় ব্যতীত অন্ত কোথাও তাহাদের অস্তিত্ব থাকিবে না।

تعزیر غیب یابد مجرم خطاب گیرد
دیگر نہ سرفرازد بر طور را ہبانہ

গাইব (অদৃশ্য স্থান) হইতে তাহারা শাস্তি পাইবে, অপরাধী বলিয়া অভিহিত হইবে এবং খৃষ্টান বলিয়া পুনরায় কখনও মাথাচাড়া দিবে না।

دنیا خراب کردہ با شند بے ایما ناں
گیرند منزل آخر فی النار دوزخانہ

এই বেঈমানগণ গোটা বিশ্বকে ধ্বংস করিবে। অবশেষে চিরকালের জন্য জাহান্নামে পৌঁছিবে। (উপরোক্ত কয়েকটি পংক্তির কারণে লর্ড কার্জনের আমলে এই পুস্তিকা বা ভবিষ্যদ্বাণী ছাপানো নিষিদ্ধ করা হইয়াছিল।)

را زیکہ گفتہ ام من در یکہ سفتہ ام من
باشد برائے نصرت استاد غائبانہ

যেই সমস্ত গোপনীয় বিষয় আমি প্রকাশ করিলাম উহা গাইবী সাহায্যের জন্য গাইবী ওস্তাদের কাজ দিবে।

عجلت اگر بخواھی نصرت اگر بخواھی
کن پیروی خدا را احکام قد سیانہ

যদি জয়লাভ করিতে চাও এবং অবিলম্বেই চাও, তবে আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আল্লাহ্‌র আদেশ-নির্দেশ মানিয়া চল।

چون سال بہتری از کان زھو تا آید
مھدی خروج سازد در مھد یانہ
خاموش باش نعمت اسرا ر حق مکن فاش
در سال کنت کنزا باشد چنیں بیانہ

যখন کنت کنزا এর বৎসর আসিবে (অর্থাৎ ৮১৫ বৎসর) তখন ইমাম মাহ্‌দী (রাহ:) জন্মগ্রহণ করিবেন। সাবধান নে'য়মতুল্লাহ। নীরব হও, আল্লাহর গোপন তথ্য আর প্রকাশ করিও না। অবশ্য যাহা বলা হইয়াছে উহা کنت کنزا এর বৎসর (অর্থাৎ ৫৮৮ হিঃ সনে) বলা হইয়াছে। (এখানে প্রথমে যেই সংখ্যা (৮১৫) উল্লেখ করা হইয়াছে, আমার মনে হয় উহাকে পরবর্তী সংখ্যার অর্থাৎ ৫৬৮ এর সহিত যোগ করিতে হইবে। অন্যথায় কোন অর্থই বোধগম্য হইবে না।)

তৃতীয় কবিতা

এই কবিতায় হযরত শাহ নে'য়মতুল্লাহ (রহঃ) বলিতেছেন।

قدرت کردگار می بینم
حالت روزگار می بینم

আমি আল্লাহর লীলাখেলা ও যুগের অবস্থাদি পর্যবেক্ষণ করিতেছি।

از نجوم این سخن نمی گویم
بلکه از کردگار می بینم

কথাগুলি জ্যোতিষীর গণণা দ্বারা নয়, বরং আল্লাহর প্রদত্ত অন্তর চক্ষু দ্বারা দেখিয়া বলিতেছি।

در خراسان و مصر و شام و عراق
فتنهٔ کارزار می بینم

শুন খোরাসান, মিসর, সিরিয়া, ইরাক প্রভৃতি দেশে দুর্যোগ আসন্ন।

همه را بس حال می شود دیگر
گر یکے در هزار می بینم

প্রতি হাজারে মাত্র একজনের অবস্থা ভাল, বাকী সকলের অবস্থা খারাপ দেখিতেছি।

قصهٔ بس غریب می شنوم
غصهٔ در دیار می بینم

অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, নগরে শহরে তথা চতুর্দিকে কলহ বিবাদ দেখিতেছি।

غارت و قتل لشکر بسیار
از یمین و یسار می بینم

ডানে বামে অসংখ্য সৈন্য ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত তাহাদিগকে লুটতরাজ করিতে দেখিতেছি।

بس فرومایگان بے حاصل
عالم و خودکار می بینم

বহু অসভ্য লোককে আলেম হইতে দেখিতেছি।

مذهب دین ضعیف می یابم
مبدع افتخار می بینم

ধার্মিকগণকে দুর্বল দেখিতেছি। পক্ষান্তরে বেদআতীগণ অহঙ্কারী দেখিতেছি।

دوستان عزیز هر قومے
گشته غمخوار و خوار می بینم

প্রত্যেক জাতির নেতা ও বন্ধু ব্যক্তিদিগকে বিমর্ষ ও অপমানিত দেখিতেছি।

منصب و عزل و تنکچی عمال
هر یکے را دو بار می بینم

অহরহ কর্মচারীদের উত্থান পতন দেখিতেছি।

ترک و تاجیک را با هم دیگر
خصمے و گیر دار می بینم

তুর্কী ও তাজিক জাতিকে পরস্পর কলহ বিবাদে লিপ্ত দেখিতেছি।

مکر و تزویر و حیله در هر جا
از صغار و کبار می بینم

বড় ছোট সকলকেই সর্বত্র প্রতারণা ও ধোকাবাজীতে লিপ্ত দেখিতেছি।

بقعهٔ خیر سخت گشت خراب
جائے شمع شرا رمی بینم

ছুর্বৃত্ত ছুরাচারী লোকদের সমাবেশের ফলে ভাল অঞ্চলগুলিও অধ:পতিত হইতে চলিয়াছে।

اندکے امن گر بود امروز
درحد کوهسا رمی بینم

এমতাবস্থায় কোথাও শান্তি বিরাজ করিলে তাহা পর্বত এলাকাতেই সামান্য অবলোকন করিতেছি।

گرچه می بینم ایں همه غم نیست
شادی غمگسا رمی بینم

ছুরাবস্থা যাহা কিছু দেখিতেছি, সেজন্য ছু:খ করিনা, এই ছু:খ-ছুর্দশা দুর করিবার জন্য শান্তি ও সুখের আগমন দেখিতেছি।

بعد ازاں سال چند سال دگر
عالم چوں نگار می بینم

ইহার কয়েক বৎসর পর পৃথিবীকে একটি আংটির পাথরের ন্যায় দেখিতেছি।

باد شاهی مشام دانا ئی
سرور باوقا رمی بینم

একজন প্রতাপশালী বিচক্ষণ ও মর্যাদাসম্পন্ন বাদশাহর আগমন দেখিতেছি।

حکم امسال صورت دیگر هست
نه چون بیداد وار می بینم

তাঁহার আমলে সর্বত্র শান্তি বিরাজ করিবে। পূর্বেকার অত্যাচারী শাসনের সহিত তাঁহার শাসনের অসাদৃশ্য দেখিতেছি।

غین و رے سال چون گزشت از سال
بوالعجب کار و بار می بینم

দ্বাদশ শতাব্দীর পর বিস্ময়কর ঘটনাবলী অবলোকন করিতেছি।

گودرا ئینهٔ ضمیر جهاں گردد
گرد و رنگ و غبار می بینم

অন্তরের আয়নাকে ধূলা ময়লাযুক্ত দেখিতেছি।

ظلمت ظلم ظالمان دیار
بے حد و بے شمار می بینم

পৃথিবীকে অত্যাচারীদের জুলুম নির্যাতনে অন্ধকারময় দেখিতেছি।

جنگ آشوب و فتنه وبیداد
درمیان وکفار می بینم

বিধর্মী ও কাফেরদের মধ্যে অসংখ্য যুদ্ধ বিগ্রহ ও অত্যাচার অবিচার দেখিতেছি।

بندهٔ خواجه و اش همی بینم
خواجه را بنده وار می بینم

সে সময়ে গোলামকে মুনিব এবং মুনিবকে গোলাম হইবে দেখিতেছি।

سکهٔ نو زنند بررخ زر
درهمش کم عیار می بینم

নূতন রকমের নূতন ধরনের মুদ্রার প্রচলন হইবে দেখিতেছি, যেগুলি প্রায়ই অকৃত্রিম হইবে।

هر یک از خاکمان هفت اقلیم
دیگرے را دوچار می بینم

ঐ সময় এক বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে পৃথিবীর বড় বড় নৃপতিগণকে অংশগ্রহণ করিবে দেখিতেছি।

ماه را روسیاه می بینم — مهر را دلغگ می بینم

চাঁদ সূর্যকে মলিন দেখিতেছি। অর্থাৎ কলহ বিবাদ এবং যুদ্ধ বিগ্রহে পৃথিবীর অবস্থা করুন দেখিতেছি।

تاجران از دور دشت بے همراه
ماند در رهگذا ر می بینم

ব্যবসায়ীগণকে দূর- দুরান্ত হইতে সংগৃহীত মালপত্র সহ রাস্তায় পড়িয়া থাকিবে দেখিতেছি।

حال هند خراب می بینم
جور ترک وتاتا ر می بینم

হিন্দুস্থানের অবস্থাও শোচনীয় হইবে দেখিতেছি। তুর্কী ও তাতারদের অত্যাচার এবং লুটতরাজ দেখিতেছি।

بعض اشجار بوستان جهان
بے بهار وثما ر می بینم

বিশ্ববাগানের গাছ-গাছালি ও ফুল ফলগুলিকে ফুলহীন ও বসন্তহীন দেখিতেছি।

همه لی وقتا عنت وکنجے
حالیا اختیا ر می بینم

ঐই অবস্থায় ধৈর্যধারণ করিয়া নির্জনে একাকী সরিয়া থাকাতেই নিরাপদ দেখিতেছি।

غم مخور زانکه من درین تشویش
خرمی وصال یار می بینم

প্রিয় পাঠকবর্গ! দুঃখ করিবেন না। এই দুঃখজনক পরিস্থিতির পর একজন বন্ধুর শুভাগমন দেখিতেছি।

چون زمستان چمن بگزشت
شمس را خوش بهار می بینم

যখন শীতকালীন পুষ্পবিহীন অবস্থার অবসান ঘটিবে, তখন সূর্যকে নব বসন্তে উদয় হইবে দেখিতেছি।

دور او چون شود تمام بکام
پسرش یادگار می بینم

ঐ ব্যক্তির শাসন কাল অতিবাহিত হওয়ার পর তাঁহার পুত্রকে তাঁহার স্থলা- ভিষিক্ত হইবে দেখিতেছি।

بندگان جناب حضرت او
سر بسر تاجدا رمی بینم

তাঁহার অন্নে প্রতিপালিত ব্যক্তিগণকে মুকুট ধারণ করিবে দেখিতেছি।

بادشاه تمام هفت اقلیم
شاه عالی تبار می بینم

পৃথিবীর মহা প্রতাপশালী রাজন্যবর্গকে বিশেষ জাকজমকপূর্ণ ও উন্নত হইবে দেখিতেছি।

صورت وسیرتش چو پیغمبر
علم وحلمش شعار می بینم

তাঁহার চালচলন, স্বভাবচরিত্র ও বিদ্যাবুদ্ধি সবকিছু নবীগণের অনুরূপ দেখিতেছি।

ید بیضا که باو تا بنده
باز با ذوالفقا ر می بینم

তাঁহার শুভ্র উজ্জল হস্তে তরবারী ধারণ করিবে দেখিতেছি।

گلشن شرع را همی بویم
گل دین را بها ر می بینم

শরীয়তের গুলবাগিচায় বসন্তের আগমন এবং ইসলামের ফুল ফুটিতে ও সেই ফুলের গন্ধ ছড়াইয়া পড়িবে দেখিতেছি।

تا چهل سال ای برادر من
دور آن شهسوار می بینم

তাঁহার-এই শান্তিময় শাসনকাল চল্লিশ বৎসরকাল পর্যন্ত স্থায়ী হইবে দেখিতেছি।

عا صیان آن امام معصوم
خجل وشر مسا ر می بینم

এই নিষ্পাপ ইমাম সাহেবের প্রতিপক্ষ দলকে লজ্জিত দেখিতেছি।

غازی دوستند ار دشمن
همدم ویا رغا ر می بینم

তিনি গাজী মিত্র শত্রুবিনাশকারী এবং বন্ধুপ্রিয় হইবেন।

زینت شرع و رو نق اسلام
محکم واستوا ر می بینم

তিনি শরীয়তের সৌন্দর্য-রূপ বৃদ্ধি এবং ইসলামের ভিত্তি সুদৃঢ় ও উজ্জ্বল করিবেন দেখিতেছি।

گنج کسری و نقد اسکندر

همه بر روئے کار می بینم

পারস্য সম্রাটের রাজভাণ্ডার এবং সেকান্দরের সঞ্চিত মুলধনকে তিনি কাজে লাগাইবেন দেখিতেছি।

بعد از آں خود امام خواهد بود

پس جہاں را صدا رمی بینم

এমনিভাবে সেই ইমাম সাহেবের পৃথিবীতে আগমন ঘটিবে দেখিতেছি।

م-ح-م د می خوانم — نام آں نا صدا رمی بینم

তাঁহার নাম মীম, হে, মীম, দাল (মোহাম্মদ) হইবে দেখিতেছি।

دین و دنیا از و شود معمور

خلق نو بختیا رمی بینم

তাঁহার আগমনে দ্বীন-দুনিয়া আবাদ হইবে এবং মানুষ সুখী ভাগ্যবান হইবে দেখিতেছি।

مهدی وقت و عیسی دوران

هردو را شهسوا رمی بینم

ইমাম মাহদী (আ:) ও ঈসা (আ:) উভয়কে বীর পুরুষ দেখিতেছি।

ایں جہاں را چو مصر می نگرم

او را حصا رمی بینم

তিনি সমগ্র জগৎকে শহরের ন্যায় সুন্দর মনোরমভাবে গড়িয়া তুলিবেন এবং নিরাপত্তার ব্যাপারে তাঁহাকে সুদৃঢ় কেল্লার ন্যায় দেখিতেছি।

هفت باشد وزیر سلطانم
همه را کامگار می بینم

তাঁহার অধীনে সাতজন প্রভাবশালী উজীরকে দেখিতেছি।

بر کف دست ساقی وحدت
بادۂ خوشگوا ر می بینم

তাঁহাদের হাতে তওহীদের সুরার পাত্র দেখিতেছি। অর্থাৎ তাহারা আল্লাহ্‌র একত্ববাদ প্রচার করিবেন।

تیغ آهن دلاں زنگ زده
کند و بے اعتبا ر می بینم

মরিচা ধরা অন্তরের তরবারী নিস্তেজ ও নিষ্ক্রীয় দেখিতেছি।

گرگ با میش شیر با آهو
درچراگاه قرار می بنیم

নেকড়ে ও ভেড়া, বাঘ ও হরিণকে একই ক্ষেত্রে বিচরণ করিবে দেখিতেছি।

ترک عیا ر مست می نگرم
خصم او درخما ر می بینم

তুর্কীদিগকে চালাক ও তাহাদের শত্রুদিগকে নেশায় মগ্ন দেখিতেছি।

نعمت الله نشسته بر کنجے
از همه بر کنار می بینم

নে'য়মতুল্লাহ এক কোণে বসিয়া এসব গোপন ঘটনা অন্তর্চক্ষু দ্বারা অবলোকন করিতেছে।

॥ খতম শোধ ॥

কাসীদায়ে শাহ নেয়ামতুল্লাহ— বিস্ময়কর ভবিষ্যৎ বাণী সম্বলিত এক কাশফ ও ইলহামের কাসিদা। জগৎ বিখ্যাত ওলীয়ে কামেল হযরত শাহ নেয়ামতুল্লাহ (রহঃ) হিজরী ৫৪৮ সাল মোতাবেক ১১৫২ খৃস্টাব্দে রচনা করেন এ কাসীদা। কালে কালে তার এ কাসীদার এক একটি ভবিষ্যৎ বাণী ফলে গেছে আশ্চর্যজনকভাবে। মুসলিম জাতি বিভিন্ন দুর্যোগকালে এ কাসীদা পাঠ করে ফিরে পেয়েছে তাদের হারানো প্রাণশক্তি, উদ্দীপিত হয়ে ওঠেছে নতুন আশায়। ইংরেজ শাসনের ক্রান্তিকালে এ কাসীদা মুসলমানদের মধ্যে মহাআলোড়ন সৃষ্টি করে। এর অসাধারণ প্রভাব লক্ষ্য করে ব্রিটিশ বড় লাট লর্ড কার্জনের শাসনামলে (১৮৯৯-১৯০৫) এ কাসীদা নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

দীর্ঘ কবিতাকে আরবী ও ফারসী ভাষায় বলা হয় কাসীদা। ফারসী ভাষায় রচিত হযরত শাহ নেয়ামত উল্লাহ (রহঃ)-এর এ সুদীর্ঘ কবিতায় ভারত উপমহাদেশে তথা সমগ্র বিশ্বের ঘটিতব্য বিষয় সম্পর্কে অনেক ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছে।

১। পশ্চাতে রেখে এই ভারতের[১] অতীত কাহিনী যত
আগামী দিনের সংবাদ কিছু বলে যাই অবিরত।

২। দ্বিতীয় দাওরে[২] হুকুমত হবে তুর্কী মুগলদের
কিন্তু শাসন হইবে তাদের অবিচার জুলুমের।

৩। ভোগে ও বিলাসে আমোদে-প্রমোদে মত্ত থাকিবে তারা
হারিয়ে ফেলিবে স্বকীয় মহিমা তুর্কী স্বভাব ধারা।

৪। তাদের হারায়ে ভিন দেশী[৩] হবে শাসন দণ্ডধারী
জাঁকিয়া বসিবে, নিজ নামে তারা মুদ্রা করিবে জারি।

৫। এর পর হবে রাশিয়া-জাপানে[৪] ঘোরতর এক রণ
রুশকে হারিয়ে এ রণে বিজয়ী হইবে জাপানীগণ।

৬। শেষে দেশ-সীমা নিবে ঠিক করে মিলিয়া উভয় দল
চুক্তিও হবে, কিন্তু তাদের অন্তরে রবে ছল।

৭। ভারতে তখন দেখা দিবে প্লেগ,[৫] আকালিক[৬] দুর্যোগ
মারা যাবে তাতে বহু মুসলিম, হবে মহাদুর্ভোগ।

৮। এর পর পরই ভয়াবহ এক ভূ-কম্পনের[৭] ফলে
জাপানের এক-তৃতীয় অংশ যাবে হায় রসাতলে।

৯। পশ্চিমে হবে চার সালব্যাপী ঘোরতর মহারণ[৮]
প্রতারণা বলে হারাবে এ'রণে 'জীম'[৯]কে 'আলিফ'গণ[১০]।

১০। এ সময় হবে বহু দেশ জুড়ে অতীব ভয়ঙ্কর
নিহত হইবে এতে এক কোটি ত্রিশ লাখ[১১] নারী-নর।

১১। অতঃপর হবে রণ বন্ধের চুক্তি[১২] উভয় দেশে
কিন্তু তা' হবে ক্ষণভঙ্গুর টিকিবে না অবশেষে।

১২। নীরবে চলিবে মহাসমরের প্রস্তুতি বেশুমার
'জীম' ও 'আলিফে' খণ্ড লড়াই ঘটিবে বারংবার।

১৩। চীন ও জাপান দু'দেশ যখন লিপ্ত থাকিবে রণে
নাসারা তখন রণ প্রস্তুতি চালাবে সঙ্গোপনে।

১৪। প্রথম মহাসমরের শেষে একুশ বছর পর
শুরু হবে ফের আরো ভয়াবহ দ্বিতীয় মহাসমর[১৩]।

১৫। হিন্দ বাসী এই সমরে যদিও সহায়তা দিয়ে যাবে
তার থেকে তারা প্রার্থিত কোন সুফল[১৪] নাহিকো পাবে।

১৬। বিজ্ঞানীগণ এ লড়াইকালে অতিশয় আধুনিক
করিবে তৈয়ার অতি ভয়াবহ হাতিয়ার আণবিক[১৫]।

১৭। গায়বী ধ্বনির যন্ত্র বানাবে,[১৬] নিকটে আসিবে দূর
প্রাচ্যে বসেও শুনিতে পাইবে প্রতীচীর গান-সুর।

১৮,১৯। মিলিত হইয়া 'প্রথম আলিফ'[১৭] 'দ্বিতীয় আলিফ'[১৮]দ্বয়
গড়িয়া তুলিবে রুশ-চীন সাথে আঁতাত সুনিশ্চয়।
ঝাঁপিয়ে পড়িবে 'তৃতীয় আলিফ'[১৯] এবং 'দু'জীম'[২০] ঘাড়ে
ছুঁড়িয়া মারিবে গজবী পাহাড় আণবিক হাতিয়ারে।
অতি ভয়াবহ নিষ্ঠুরতম ধ্বংসযজ্ঞ শেষে
প্রতারণা বলে প্রথম পক্ষ দাঁড়াবে বিজয়ী বেশে।

২০। জগত জুড়িয়া ছয় সালব্যাপী এই রণে ভয়াবহ
হালাক হইবে অগণিত লোক ধন ও সম্পদসহ[২১]।

২১। মহাধ্বংসের এ মহাসমর অবসানে অবশেষে
নাসারা শাসক ভারত ছাড়িয়া চলে যাবে নিজ দেশে।
কিন্তু তাহারা চিরকাল তরে এদেশবাসীর মনে
মহাক্ষতিকর বিষাক্ত বীজ বুনে যাবে সেই সনে[২২]।

২২। ভারত ভাঙ্গিয়া হইবে দু'ভাগ[২৩] শঠতায় নেতাদের
মহাদুর্ভোগ-দুর্দশা হবে দু'দেশেরি মানুষের।

২৩। মুকুটবিহীন নাদান বাদশা[২৪] পাইবে শাসনভার
কানুন ও তার ফর্মান হবে আজেবাজে একছার।

২৪। দুর্নীতি ঘুষ কাজে অবহেলা নীতিহীনতার ফলে
শাহী ফর্মান হবে পয়মাল দেশ যাবে রসাতলে।

২৫। হায় আফসোস করিবেন যত আলেম ও জ্ঞানীগণ
মূর্খ বেকুফ নাদান লোকেরা করিবে আস্ফালন।

২৬। পেয়ারা নবীর উম্মতগণ ভুলিবে আপন শান

২৭। কালের চক্রে স্নেহ-তমীজের ঘটিবে যে অবসান
লুণ্ঠিত হবে মানী লোকদের ইজ্জত সম্মান।

২৮। উঠিয়া যাইবে বাছ ও বিচার হালাল ও হারামের
লজ্জা রবে না, লুণ্ঠিত হবে ইজ্জত নারীদের।

২৯। পশুর অধম হইবে তাহারা, ভাই-বোনে, মা-বেটায়
জেনা ব্যভিচারে হইবে লিপ্ত পিতা আর কন্যায়।

৩০। নগ্নতা আর অশ্লীলতায় ভরে যাবে সব গেহ,
নারীরা উপরে সেজে রবে সতী, ভেতরে বেচিবে দেহ।

৩১। উপরে সাধুর লেবেল, ভেতরে পাপের বেসাতি পুরা
নারী দেহ নিয়ে চালাবে ব্যবসা ইবলিস-বন্ধুরা।

৩২। নামায ও রোযা, হজ্জ-যাকাতের কমে যাবে আগ্রহ
ধর্মের কাজ মনে হবে বোঝা— দারুণ দুর্বিষহ।

৩৩। কলিজার খুন পান করে বলি, শোন হে বৎসগণ
খোদার ওয়াস্তে ভুলে যাও সব নাসারার আচরণ।

৩৪। পশ্চিমা ঐ অশ্লীলতা ও নগ্নতা বেহায়ামি
ডোবাবে তোদের, খোদার কঠোর গজব আসিবে নামি।

৩৫। ধ্বংস, নিহত হবে মুসলিম বিধর্মীদের হাতে
হবে নাজেহাল, ছেড়ে যাবে দেশ, ভাসিবে রক্তপাতে।

৩৬। মুসলমানের জান-মাল হবে খেলনা— মূল্যহত
রক্ত তাদের প্রবাহিত হবে সাগর স্রোতের মত।

৩৮। অনুরূপ হবে পতন একটি শহর মুমিনদের
তাহাদের ধন-সম্পদ যাবে দখলে হিন্দুদের।

৩৯। হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ সেখানে চালাইবে তারা ভারি
ঘরে ঘরে হবে ঘোর কারবালা, ক্রন্দন আহাজারি।

৪০। মুসলিম নেতা— অথচ বন্ধু কাফেরের তলে তলে
মদদ করিবে অরি কে সে এক পাপ-চুক্তির ছলে।

৪১। প্রথম অক্ষরেখায় থাকিবে 'শীনের'[২৬] অবস্থান
পঞ্চাশতম অক্ষে থাকিবে 'নূন'ও[২৭] বিরাজমান
ঘটিবে তখন এসব ঘটনা মাঝখানে দু'ঈদের
ধিক্কার দিবে বিশ্বের লোক জালিম হিন্দুদের।

অসমাপ্ত

টীকা:

১। ভারত = ভারতীয় উপমহাদেশ।

২। দ্বিতীয় দাওর = ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনের দ্বিতীয় অধ্যায়। শাহাবুদ্দীন মুহম্মদ ঘোরীর আমল (১১৭৫ খৃঃ) থেকে সুলতান ইবরাহীম লোদীর শাসনকাল (১৫২৬ খৃঃ) পর্যন্ত প্রথম দাওর এবং সম্রাট বাবুরের শাসনকাল (১৫২৬) থেকে ভারতে মুসলিম শাসনের দ্বিতীয় দাওর গণ্য করা হয়েছে।

৩। ভিন দেশী = ইংরেজ।

৪। বিশ শতকের প্রারম্ভে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। জাপান কুরিয়ার উপর আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে পীত সাগর, পোর্ট অব আর্থার ও ভ্লাডিভস্টকে অবস্থানরত রুশ নৌবহরগুলো আটক করার মধ্য দিয়ে এ যুদ্ধ শুরু হয়। অবশেষে রাশিয়া জাপানের সাথে চুক্তি করতে বাধ্য হয়।

৫। ১৮৯৮ খৃস্টাব্দ থেকে ১৯০৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে মহামারী আকারে প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটে। এতে প্রায় ৫ লাখ জীবনাবসান হয়।

৬। ১৭৭০ খৃস্টাব্দে ভারতে মহাদুর্ভিক্ষ সৃষ্টি হয়। বংগ প্রদেশে তা ভয়াবহ আকার ধারণ করে এই দুর্ভিক্ষ এবং এ থেকে উদ্ভূত মহামারীতে এ প্রদেশের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ প্রাণ হারায়। ১১৭৬ বাংলা সালে এই দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় বলে তা ৭৬-এর মন্বন্তর নামে খ্যাত।

৭। ১৯৪৪ খৃস্টাব্দে জাপানের টোকিও এবং ইয়াকুহামায় প্রলয়ংকরী ভূমিকম্প সংঘটিত হয়।

৮। ১৯১৪-১৯১৮ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত চার বছরাধিকাল ধরে ইউরোপে প্রথম মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়।

৯। জীম = জার্মানী।

১০। আলিফ = ইংল্যাণ্ড।

১১। বৃটিশ সরকারের তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী প্রথম মহাযুদ্ধে প্রায় ১ কোটি ৩১ লাখ লোকের প্রাণহানি ঘটে।

১২। ১৯১৯ সালে প্যারিসের ভার্সাই প্রাসাদে প্রথম মহাযুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে 'ভার্সাই সন্ধি' হয় কিন্তু তা টিকেনি।

১৩। ১ম মহাযুদ্ধের সমাপ্তি হয় ১৯১৮ সালের ১১ই নভেম্বর এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা হয় ১৯৩৯ খৃস্টাব্দের ৩রা সেপ্টেম্বর। দু'যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময় প্রায় ২১ বছর।

১৪। ভারতীয়রা বৃটিশ সরকারের প্রদত্ত যে সকল আশ্বাসের প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাদের সহায়তা করেছিল। যুদ্ধের পর তারা তা বাস্তবায়িত করেনি।

১৫। মূল কবিতায় ব্যবহৃত শব্দটি হচ্ছে 'আলাতে বরক' যার শাব্দিক অর্থ বিদ্যুৎ অস্ত্র, আমরা বিদ্যুৎ অস্ত্রের পরিবর্তে আণবিক অস্ত্র তরজমা করেছি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আমেরিকা জাপানের হিরোশিমা ও নাগাশাকি বন্দরের উপর আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে। এতে লাখ লাখ বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়। বিদ্যুৎ অস্ত্র বলে মূলতঃ আণবিক অস্ত্রকেই বুঝাতে চাওয়া হয়েছে।

১৬। গায়বী ধ্বনির যন্ত্র = রেডিও, টেলিভিশন।

১৭। প্রথম আলিফ = ইংল্যাণ্ড।

১৮। দ্বিতীয় আলিফ = আমেরিকা।

১৯। তৃতীয় আলিফ = ইটালী।

২০। দুই জীম = জার্মানী ও জাপান।

২১। জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে তৈরী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রিপোর্ট মোতাবেক এ যুদ্ধে ৬ কোটি মানুষ হতাহত হয়েছে। পনের কোটি লোকের ঘর-বাড়ী ও সহায়-সম্পদ জ্বলে-পুড়ে ধ্বংস হয়েছে। আর আড়াই কোটি মানুষ বাস্তুভিটা ত্যাগ করে সর্বহারা অবস্থায় অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।

২২। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষে ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে ইংরেজরা উপমহাদেশ ছেড়ে চলে যায়। কিন্তু বুনে যায় এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মনে স্থায়ী শত্রুতার বীজ। সীমানা নির্ধারণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তারা এমন পক্ষপাতিত্বমূলক নীতি গ্রহণ করে যার জের আরও চলছে। এছাড়া দেশীয় রাজ্যগুলোর ভারত বা পাকিস্তানের সাথে যোগদানের ব্যাপারে এমন সব কূটকৌশল অবলম্বন করে যার ফলে কাশ্মীর নিয়ে এ যাবত উভয় দেশের মধ্যে তিন তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে গেছে। এবং আরও মারাত্মক কিছু ঘটার আশংকা বিরাজ করছে। এছাড়া উপমহাদেশের অঞ্চলে অঞ্চলে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে ইংরেজ রোপিত সে বিষবৃক্ষ মহীরুহ আকার ধারণ করছে।

২৩। কংগ্রেসী নেতাদের একগুঁয়েমির কারণে হিন্দু-মুসলিম মিলনের সকল চেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। যার ফলশ্রুতিতে ভারত বিভাগ অনিবার্য হয়ে পড়ে।

২৪। পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তন এবং অযোগ্য শাসকদের ক্ষমতাসীন হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত।

২৫। পাঞ্জাব কেন্দ্র বলতে সম্ভবতঃ কাশ্মীরকে বুঝানো হয়েছে। প্রাকৃতিকভাবে পঞ্চনদের ভূখণ্ড বলতে কাশ্মীরকেও বুঝায়।

২৬। "শীন" = চন্দ্র।

২৭। "নূন" = সূর্য। অর্থাৎ ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহার মধ্যবর্তী এক সময়ে জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুযায়ী চন্দ্রের অবস্থান থাকবে যখন প্রথম অক্ষরেখায় এবং সূর্যের অবস্থান ৫০তম অক্ষরেখায় সে সময়ে বিশ্বজনমত হিন্দুদের বিপক্ষে চলে যাবে।